রূপান্তর

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

www.banglainternet.com

ভাস্কো দা গামা ছিলেন পর্তুগালের বাসিন্দা। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় নি। ১৭৫৫ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে বড় ধরনের এক ভূমিকম্প হয়। এতে সেখানকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও নথিপত্র হারিয়ে যায়। এ কারণে গামার শৈশব সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। ধারণা করা হয় ১৪৬০ সালে তাঁর জন্ম। গামার বাবা ছিলেন সাইনেসের গভর্নর। এটি পর্তুগালের দক্ষিণাঞ্চলীয় এক মৎস্য-বন্দর। ১৪৯৭ সালে গামা ছিলেন একজন তরতাজা যুবক। তখন তিরিশের ঘরে তাঁর বয়স। শত শত বছর ধরে সংরক্ষিত গামার বিভিন্ন প্রতিকৃতি (পোর্ট্রেট) দেখে তাঁর দৈহিক গড়ন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। গামার চোখ দুটি ছিল বাদামি, মাথার চুল ছিল লালচে, আর গাল ভর্তি ছিল লম্বা দাড়ি।

গামার জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার থেকে আন্দাজ করা যায়—বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অটল মনোবল ছিল তাঁর। আর কিছুটা নির্দয় প্রকৃতির ছিলেন।

গামার যুবক বয়সে প্রথম ম্যানিল পর্তুগালের রাজা হয়েছিলেন। ১৪৯৫ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। পূর্বসূরিদের কিছু অসমাপ্ত উদ্যোগে হাল ধরেন তিনি। বেশিরভাগই ছিল সমুদ্রাভিযান বিষয়ক। ম্যানিল সাফল্যের সঙ্গে এই অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করেন। ১৫২১ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর শাসনামলে ধনসম্পদে ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করে পর্তুগাল। এ কারণে প্রথম ম্যানিলের শাসনামল পর্তুগিজ ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে পরিচিত। আর ম্যানিলের খ্যাতি রয়েছে 'পয়মন্ত' রাজা হিসেবে।

১৪৯৭ সালের ৮ জুলাই পর্তুগালের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন লিসবনের বন্দর থেকে ঐতিহাসিক অভিযানে বেরোয় এক নৌবহর। চারটি

www.banglainternet.com

জাহাজ ছিল সেই নৌবহরে। এর মধ্যে তিনটি জাহাজ হচ্ছে সাও গ্যাবরিয়েল, সাও রাফায়েল এবং বেরিও। চার নম্বর জাহাজের নাম জানা যায় নি। এ জাহাজে মালামাল ও রসদ তোলা হয়। নৌবহর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন ভাস্কো দা গামা।

ওইদিন ভোরে রাজা প্রথম ম্যানিল বহু লোকের সামনে প্রতিজ্ঞা করেন, এই নৌবহর যদি অভিযান সফল করে নিরাপদে ফিরে আসে, তা হলে নতুন একটি গির্জা তৈরি করবেন তিনি। লিসবনেই তৈরি হবে গির্জাটি। এটি হবে বিশাল আর জাঁকজমকে ভরা। এই গির্জার আঙিনায় তাঁর সমাধি থাকবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মরদেহও সমাহিত করা হবে সেখানে।

বাছাই করা শতাধিক নাবিকের একটি দল নিয়ে রওনা হন গামা। চারটি জাহাজে গামাসহ চারজন পৃথক ক্যাপ্টেন ছিলেন। তবে গামা ছিলেন প্রধান ক্যাপ্টেন। পতাকাবাহী জাহাজ সাও গ্যাবরিয়েলে ছিলেন তিনি। তাঁর বড় ভাই পলো দা গামা ছিলেন সাও রাফায়েলের ক্যাপ্টেন। এ দুটি জাহাজের একেকটি ১০০ থেকে ১২০ টন মালামাল বহনে সক্ষম ছিল। বেরিও ছিল অনেক ছোট জাহাজ। এটি ৫০ টনের মতো মাল বহন করতে পারত। জাহাজটির পরিচালনার ভার ছিল রাজা ম্যানিলের দূর সম্পর্কের আত্মীয় নিকোলাও কোয়েলহোর ওপর। তিনি একজন বীরযোদ্ধা (নাইট) ছিলেন। চতুর্থ জাহাজটি ছিল সবচেয়ে বড়। এটি ২০০ টন মাল বহন করতে পারত। ভাস্কো দা গামার বন্ধু গনকালো নুনেজকে এই জাহাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এই সমুদ্র অভিযানের প্রস্তুতি নিতে দু বছরের বেশি সময় লেগেছিল। প্রস্তুতি নেওয়ার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। দীর্ঘ সাগর ভ্রমণে কী কী জিনিস সবচেয়ে বেশি দরকার—তা বেছে বেছে তোলা হয় জাহাজে। বহু পিপা ভরে সুপেয় পানি নেওয়া হয়। খাবার নেওয়া হয় পুরো তিন বছরের। খাবারের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল আচারে জারিত মাংস এবং এক ধরনের শক্ত বিস্কুট। এসব বিস্কুট সহজে নষ্ট হত না।

www.banglainternet.com

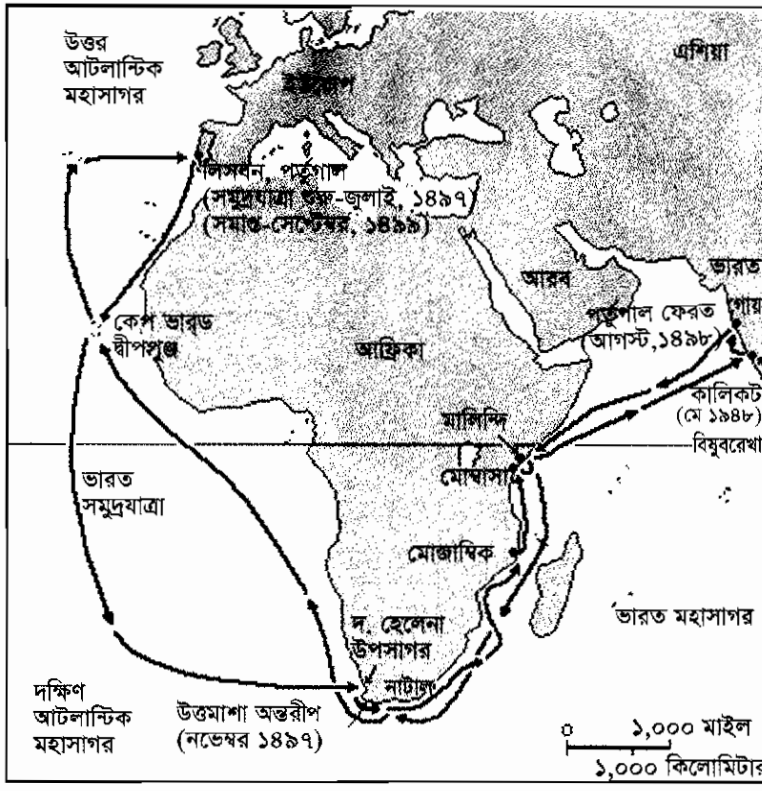

ভাস্কো দা গামার সমুদ্রযাত্রা

গামার নাবিক দলের আত্মরক্ষার প্রস্তুতিও ছিল খুব ভালো। নৌবহরে মধ্যযুগীয় ২০টি কামান নেওয়া হয়। এসব কামান বড় বড় পাথরের গোলা ছুড়তে পারত। আরো নেওয়া হয় তীর–ধনুক, তলোয়ার ও বর্শার মতো প্রচুর অস্ত্র। রাজা ম্যানিলের কয়েকজন উপদেষ্টা মানচিত্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। গামাকে তাঁরা বিশ্বের এমন মানচিত্র দেন, যা এই সময়ে সর্বাধুনিক বলে পরিচিত ছিল। গামাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক তথ্যও দেন তাঁরা, যা তাঁর সাগর অভিযানে দারুণ কাজে লেগেছে।

রাজার উপদেষ্টাদের মধ্যে বিশেষ অবদান রাখেন আব্রাহাম জাকুতো। এই জ্যোতির্বিদ ছিলেন ইহুদি। ধর্মীয় কারণে ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে পালিয়ে

www.banglainternet.com

পর্তুগাল আসেন তিনি। গামাকে আকাশের কিছু মানচিত্র এবং দিগদর্শন যন্ত্র দেন জাকুতো। এ থেকে সাগরে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা যেত।

সাও গ্যাবরিয়েল এবং সাও রাফায়েল জাহাজ দুটিতে পর্তুগালের রাজকীয় বাহিনীর কিছু অস্ত্র এবং কাঠের ক্রুশ তোলা হয়। সদ্য আবিষ্কার করা নতুন দ্বীপ চিহ্নিত করতে এসব নেন গামা। অর্থাৎ, এ সাগর অভিযানে নতুন কোনো ভূখণ্ডে পা দিলেই তা পর্তুগালের হবে।

গামার পরিকল্পনা ছিল, প্রথমে আটলান্টিক মহাসাগরের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাবেন, তারপর ঘুরবেন বাঁ দিকে, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ঘুরে পুবের পথ ধরবেন। তারপর রওনা হবেন উত্তর দিকে। সবশেষে ভারত মহাসাগরের ভেতর দিয়ে পুবের পথ ধরবেন।

শুরুতে তাঁকে প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। তবে তা ব্যতিক্রম কিছু নয়। আফ্রিকার উপকূল ধরে দক্ষিণে যাওয়ার কষ্ট তখন হাড়ে হাড়ে জানেন পর্তুগিজ নাবিকরা। ততদিনে সাত দশক পেরিয়েছে তাঁদের এ অভিজ্ঞতা। গামার অভিযানের ঠিক ১০ বছর আগে একদল নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণে শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তাঁরা ঘুরে এসে বুঝিয়ে দেন, জাহাজ নিয়ে আফ্রিকা মহাদেশে চক্কর মেরে আসা সম্ভব। আসল রহস্য লুকিয়ে ছিল আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের অন্তরীপগুলোতে (কেপ)। গামা এবং তাঁর দলের লোকজন ভাবছিলেন—ওখানেই ভারত কিনা?

গামার মনে তখন নানা সম্ভাবনা আর আশঙ্কার ঢেউ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছেন তিনি। ভাবছেন, উত্তর দিকে আরব সাগর পর্যন্ত যাওয়ার কোনো পথ কি পাওয়া যাবে? আরব বণিকরা হরহামেশা বিচরণ করেন ওই সাগরে। এলাকাটি ইউরোপীয়দের কাছেও একেবারে অচেনা নয়। তবে হুট করে বাধা আসারও আশঙ্কা রয়েছে। দেখা যাবে, সামনে খুদে ভূখণ্ডের সারি আচমকা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এমন হতে পারে, কোনো দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হামলা করে বসতে পারে বর্বর দ্বীপবাসী। এভাবে ভাবনার কোনো থেই ধরতে না পেরে সব ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন গামা। সাও রাফায়েল জাহাজের এক অজ্ঞাত নাবিক এ সাগর অভিযানের ধারা বিবরণী লেখেন। তাঁর সেই 'রোতেইরো' বা রুট-বুক থেকে গামার এ সাগর অভিযান সম্পর্কে জানা যায়। 'রোতেইরো'র শুরুতেই লেখা

www.banglainternet.com

ছিল—'ঈশ্বর আমাদের এ সমুদ্রাভিযান যেন ভালোয় ভালোয় শেষ করতে দিন।'

লিসবন ছেড়ে আসার এক সপ্তাহ পর নৌবহরটি আফ্রিকার উপকূল ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি এসে পৌঁছে। জায়গাটি আজকের মরক্কোর

www.banglainternet.com

পশ্চিমে। শিগগিরই জাহাজগুলো টেরা আলটার অদূরে নোঙর করে। এটি আফ্রিকার উপকূলের একটি অংশ। কর্কটক্রান্তির কাছে এর অবস্থান। জায়গাটি শৈলশিরা আর উঁচু পাহাড়ে ভরা। এ কারণে দূর সাগরের নাবিকরা সহজেই দেখতে পেতেন জায়গাটি। গামার নৌবহর কয়েক ঘণ্টা বিরতি নেয় সেখানে। নাবিকরা মাছ ধরে রসদ যোগাড় করেন। তারপর আবার রওনা হন তাঁরা।

www.banglainternet.com

সন্ধ্যার সময় প্রতিটি জাহাজে দ্রুত আলো জ্বালানোর নিয়ম ছিল। এতে জাহাজগুলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থাকত না। কিন্তু যে রাতে নৌবহরটি টেরা আলটা ছেড়ে রওনা হয়, সে রাতে খুব ঘন কুয়াশা পড়ে। এতে জাহাজগুলো দিক হারিয়ে ফেলে। একেকটি একেক দিকে চলে যায়।

www.banglainternet.com

পরদিন ভোরে দেখা গেল, সাও রাফায়েল একলা ভাসছে সাগরে। 'রোতেইরো'র লেখক লিখেছেন, এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতির জন্য জাহাজগুলোর ক্যাপ্টেনদের আগেই কিছু নির্দেশ দেওয়া ছিল। সে নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন পলো দা গামা জাহাজের মুখ কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের দিকে

www.banglainternet.com

ফেরান। কখনো কোনো কারণে জাহাজগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আফ্রিকার নিকটবর্তী ওই দ্বীপপুঞ্জে ভেড়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল।

২২ জুলাই সাও রাফায়েল ওই দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে ভেড়ে। ততদিনে বেরিও এবং মালবাহী জাহাজও সেখানে পৌঁছেছে। কিন্তু পতাকাবাহী সাও গ্যাবরিয়েলের কোনো দেখা নেই। তবে গামার সেই জাহাজের জন্য বেশি দিন

www.banglainternet.com

অপেক্ষা করতে হয় নি। ২৬ জুলাই জাহাজটির দেখা পাওয়া যায়। রোতেইরোর বর্ণনা অনুযায়ী, 'সেদিন সকাল ১০টার দিকে জাহাজটির দেখা পেলাম আমরা। আমাদের প্রায় ১৫ মাইল সামনে ছিল ওটা। সন্ধ্যা নাগাদ গামার সঙ্গে দেখা হল সবার। কামান দেগে ঢাকঢোল পিটিয়ে আনন্দ করলাম সবাই।'

www.banglainternet.com

নৌবহরের সব জাহাজ আবার এক হওয়ার পর নাবিকরা নেমে গেলেন কেপ ভার্দের দ্বীপগুলোতে। টাটকা মাংস, পানি আর কাঠ তোলা হল জাহাজে। তারপর আবার সাগরে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিলেন গামা। বিষুবরেখা পেরিয়ে আফ্রিকা ঘুরে এগোবেন তাঁরা।

এর আগে বহু পর্তুগিজ নাবিক সাগরপথে আফ্রিকা সফর করেছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা গামাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। তিনি ঠিক করলেন, অন্যদের পথ অনুসরণ করে তিনি এগোবেন না। আফ্রিকার পাশ দিয়ে চক্কর দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে উপকূল ঘেঁষে না যাওয়া। এতে বালির চড়াগুলোর বিরক্তিকর উৎপাত এড়ানো যাবে। পথ তো আর কম নয়—হাজার হাজার মাইল। এর চেয়ে আরেকটু দূর দিয়ে, দক্ষিণ দিকে বাঁক নেওয়া পথ ধরে এগোনোই বরং ভালো।

৩ আগস্ট কেপ ভার্দে ছেড়ে রওনা হল নৌবহর। জাহাজগুলো এমন এক পথ ধরে এগোল, আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ দিয়ে পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল গামার নাবিকরা। তাঁদের সর্বশেষ গন্তব্য পুব থেকে তখন তাঁরা অনেক দূরে। গামার নৌবহরের সঠিক গতিপথ সম্পর্কে আসলে জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হয়, পশ্চিমে দূরতম যে স্থানে তিনি পৌঁছান, তা হয়তো দক্ষিণ আমেরিকার ৬০০ মাইলের মধ্যে ছিল। উপকূলীয় চেনা পথ ছেড়ে গভীর সাগরে গিয়ে গামা যে বিরাট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, এর প্রমাণ মিলেছে। জাহাজের মুখগুলো পুব দিকে ফেরানো মাত্র পশ্চিম দিক থেকে আসা জোরালো বাতাস তাড়া করে।

কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে আসার পর গামার নাবিকরা আর ডাঙার দেখা পান নি। চারদিকে সীমাহীন জলরাশি, এর মধ্যে জাহাজ চারটি চলছে তো চলছেই। দিনের পর দিন পেরোল, সপ্তাহ ঘুরে ঘুরে মাস পেরোল, কেটে গেল তিন তিনটি মাস। খোলা সাগরে টানা ৯৩ দিন কাটানোর পর ৪ নভেম্বর মাটির দেখা মিলল। তা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ন্যাড়া উপকূল। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রান্ত যাতে পরিষ্কার দেখা যায়, এজন্য জাহাজগুলো খুব বেশি দূর দিয়ে নিয়ে যান নি তিনি। উত্তমাশা অন্তরীপের (দ্য কেপ অভ গুড হোপ) প্রায় ৩০০ মাইল উত্তর দিয়ে এগোয় তাঁর নৌবহর। অন্তরীপ ঘুরে উপকূলের শেষ অংশ পেরোতে খুব ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল তাঁদের। এ সময়

www.banglainternet.com

সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে নৌবহর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে হয় তাঁদের। এরপরও উপকূলের কাছ দিয়ে না এগিয়ে ভালো করেছিলেন তাঁরা। ঝড়ের সময় উপকূলের কাছে থাকলে আরো বিপজ্জনক হত তাঁদের অবস্থা। তাই বলে কষ্ট নেহাত কম হয় নি। আটলান্টিকের ওই বাঁক ঘুরতে তিন হাজার

www.banglainternet.com

৭০০ থেকে চার হাজার মাইল পাড়ি দিতে হয়েছিল। ওই সময় ইউরোপীয়দের মধ্যে গামাই প্রথম খোলা সাগরে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন। এর পাঁচ বছর আগে, কলম্বাস তাঁর প্রথম সাগর অভিযানে গিয়ে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ও হিসপানিওলার মধ্যে দুই হাজার ৬০০ মাইল পথ পাড়ি দেন। এতে তাঁর ৩৬ দিন সময় লেগেছিল।

www.banglainternet.com

আফ্রিকার উপকূলের দেখা পাওয়ার তিন দিন পর সেন্ট হেলেনা বে–তে নোঙর করে গামার জাহাজগুলো। আজকের দক্ষিণ আফ্রিকাই সেই সেন্ট

www.banglainternet.com

হেলেনা বে। সেখানে জাহাজের পাল মেরামত ও কাঠামো পরিষ্কারে নাবিকদের লাগিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ সাগর ভ্রমণে জাহাজগুলোর কাঠামোতে প্রচুর পরিমাণে শেওলা জমেছিল। আর জমেছিল টনকে টন শামুক-ঝিনুক। এসব বাড়তি ঝামেলা জাহাজগুলোর গতি মন্থর করে দিয়েছিল। এজন্য জাহাজগুলোর গা ঘষে পরিষ্কার করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। গামার নৌবহর তখনো

www.banglainternet.com

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে পাক্কা ১০০ মাইল উত্তরে। তবে আনুষঙ্গিক মেরামতের কারণে তাড়াহুড়ো করার জো ছিল না গামার।

সেন্ট হেলেনায় 'খোইসান' নামে একদল আদিবাসীর দেখা মেলে। ছোটখাটো গড়ন ওদের। বাদামি চামড়া। পরে উপনিবেশ স্থাপন করা ওলন্দাজরা ওদের নাম দেয় 'হটেনটট'। রোতেইরোর বর্ণনা অনুযায়ী, 'ক্যাপ্টেন মেজর (গামা) জাহাজ থেকে নেমে বিভিন্ন জিনিস দেখান তাদের। এসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে দারচিনি, লবঙ্গ, মুক্তোদানা, সোনা ইত্যাদি। এসব জিনিস আদিবাসীদের কাছে আছে কি না—তা যাচাই করা আর কি। কিন্তু খোইসানদের হাবভাবে বোঝা যায়, এসব জিনিস সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাদের। তবে আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমাতে গোলাকার ঘণ্টা এবং টিনের আংটি উপহার দেওয়া হয়।'

খোইসানরা এসব উপহার নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যায়। কয়েক দিন পর আবার যখন তারা হাজির হয় নাবিকদের জন্য তা ছিল এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। খোইসানদের আক্রোশের মুখে পড়েন গামার নাবিকরা। ছোটখাটো লড়াই হয় দু পক্ষের। আদিবাসীদের বর্শার আঘাতে গামাসহ কয়েকজন নাবিক আহত হন। তবে নাবিকদের প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায় খোইসানরা।

১৬ নভেম্বর আবার রওনা হয় নৌবহর। পথে কয়েকবার ঝড়ো হাওয়ার মুখে পড়ে জাহাজগুলো। এরপরও চারটি জাহাজই এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তমাশা অন্তরীপ এবং পাশের কেপ অ্যাগুলহাস ঘুরে আসতে সক্ষম হয়। শেষের অন্তরীপটি আফ্রিকার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। যেখানে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের পানি মিশেছে, সেখানে এর অবস্থান। পরপর দুটি অন্তরীপ ঘুরে মোসেল বে-তে এসে নোঙর করে জাহাজগুলো। সেখানে রসদবাহী জাহাজ (স্টোরশিপ) থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস অন্য জাহাজগুলোতে ভাগ করে দেওয়া হয়। স্টোরশিপের এখন আর প্রয়োজন নেই তাঁদের। তিন জাহাজের ক্যাপ্টেন স্টোরশিপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিজ নিজ জাহাজে তুলে নিলেন। তারপর স্টোরশিপের বাকি অংশ ধ্বংস করা হয়।

www.banglainternet.com

মোসেল বে-তে আবার একদল আদিবাসী এসে দাঁড়ায় পর্তুগিজ নাবিকদের সামনে। স্বভাবে অদ্ভুত এই আদিবাসীরা। শুরুতে তাদের আচরণ

www.banglainternet.com

ছিল বন্ধুসুলভ। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি এক ধরনের বালার বিনিময়ে তাদের ঘণ্টা ও লাল টুপি দেওয়া হয়। এতে উৎফুল্ল হয় এই আদিবাসী লোকজন। বাঁশির সুরের তালে তালে নাচতে থাকে ওরা। গামা তখন তাঁর নাবিকদের ঢাকঢোল বাজানোর আদেশ দেন।

www.banglainternet.com

এ প্রসঙ্গে রোতেইরো'র লেখক লিখেছেন, 'ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও নাচতে শুরু করি। এমনকি ক্যাপ্টেন মেজরও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।'

আদিবাসী লোকজনের কাছ থেকে একটি ষাঁড় কেনেন পর্তুগিজরা। ষাঁড়টি জবাই করে ভোজের উৎসব করা হয়। কিন্তু এ আনন্দ মিলিয়ে যায় শিগগিরই। গামা টের পান, তাঁদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানোর মতলব করছে স্থানীয় লোকজন। তিনিও অস্ত্রের বাহাদুরি দেখিয়ে ওদের ভড়কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জাহাজ থেকে দুটি কামানের গোলা ছোড়া হয়। এতে সত্যিই ভড়কে যায় স্থানীয়রা। দৌড়ে গিয়ে ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে তারা। গামা তাঁর নৌবহর নিয়ে মোসেল বে ছেড়ে রওনা হন ৭ ডিসেম্বর। এর আগে সেখানকার সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটি পাথরের খুঁটি এবং একটি কাঠের ক্রুশ পোঁতা হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরা সবার আগে ওই জায়গায় পা রেখেছে, এর প্রমাণস্বরূপ এ খুঁটি ও ক্রুশ পোঁতা হয়। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় নি। জাহাজ তিনটি কিছুদূর যাওয়ার পরই আদিবাসীরা দ্রুত এই খুঁটি ও ক্রুশ উপড়ে ফেলে। গামা এবং তাঁর লোকজন জাহাজে যেতে যেতে দেখতে পান এ দৃশ্য। নাবিকরা এসময় আজব এক প্রাণীর দেখা পান। প্রাণীগুলো কিছু সৈকতের বালিতে অলসভাবে পড়ে ছিল, কিছু হুটোপুটি করছিল সাগরের অগভীর পানিতে। এটিই তাঁদের দেখা প্রথম সি লায়ন।

১০ ডিসেম্বর গামার নৌবহর একটি পাথরের খুঁটি পার হয়। গ্রেট ফিশ রিভারের মুখের কাছে এ খুঁটি পোঁতা ছিল। গামার আগে আরেক পর্তুগিজ অভিযাত্রী বার্তোলোমিও দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে গিয়েছিলেন। তিনিই এ পাথরের পিলার পুঁতে যান। এ খুঁটির মাধ্যমে

www.banglainternet.com

বোঝানো হয়—এটিই পর্তুগিজ নাবিকদের সর্বাধিক অতিক্রান্ত দূরত্ব। গামা এ খুঁটি পেরিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েন। এরপর গামার নৌবহর যেখানে চলে আসে, সাগরের ওই অঞ্চলের মানচিত্র তাঁদের কাছে ছিল না। আফ্রিকার উপকূল ধরে উত্তর দিকে অজানার পথে এগোতে থাকে জাহাজগুলো। সামনে কী আছে বা কী ঘটতে পারে—কিছুই আন্দাজ করতে পারেন নি তাঁরা।

শিগগিরই দুটি বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। প্রথম বাধা হচ্ছে মোজাম্বিক স্রোত। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে

www.banglainternet.com

প্রবাহিত এ স্রোত নৌবহরের অগ্রযাত্রায় বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পর্তুগিজ নাবিকরা টানা চার দিন লড়াই করেন এ স্রোতের সঙ্গে। সে এক কঠিন লড়াই। জাহাজগুলো একটু এগোয় তো আবার পিছিয়ে এসে থমকে যায় আগের জায়গায়। অবশেষে ২৫ ডিসেম্বর নাগাদ নাছোড় হয়ে থাকার সুফল পাওয়া গেল। গ্রেট ফিশ রিভারের উত্তর দিকে এগোল জাহাজগুলো। এ সময় যে ভূখণ্ড তাঁরা পার হন, তার নাম রাখা হয় নেটল। এটি আজ দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি প্রদেশের একটি এবং আজো সেই একই নামে পরিচিত।

www.banglainternet.com

পর্তুগিজ নাবিকদের জন্য দ্বিতীয় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভয়াবহ রোগ স্কার্ভি। সুদূর সাগরে থাকা নাবিকদের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে এই রোগ। আক্রান্ত নাবিকদের ত্বক হলুদ হয়ে যায়, হাড়ের গিঁঠে গিঁঠে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে এবং মাড়ি ফুলে রক্ত ঝরতে থাকে। এ রোগে দুর্বল হয়ে গামার নাবিক দলের অনেকেই মারা যান। তবে সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। স্কার্ভি রোগের কারণ এখন আর অজানা নয়। ভিটামিন সি–র অভাবে এ রোগ হয়। তবে গামার সময় এ রোগের কারণ সম্পর্কে কেউ জানত না। শুধু গামার যুগ কেন, এরপর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ রোগের কারণ অজ্ঞাত ছিল সবার কাছে। এ কারণে সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনরা রসদের সঙ্গে লেবু জাতীয় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তবে গামা এবং তাঁর সমসাময়িক জাহাজের ক্যাপ্টেনরা জানতেন যে, টাটকা খাবার ও পানি এ রোগের বিস্তার ঠেকাতে সাহায্য করে। এর কারণ হচ্ছে, টাটকা প্রায় সব খাবারেই ভিটামিন সি থাকে। অসুস্থ নাবিকদের শুশ্রূষার জন্য গামা হন্যে হয়ে ডাঙা খুঁজতে লাগলেন।

জানুয়ারির শুরুর দিকে একটি গ্রামের পাশে নোঙর করে গামার জাহাজগুলো। গ্রামের মানুষেরা ছিল বন্ধুসুলভ। সেখানে পাঁচ দিন ছিল গামার নাবিক দল। পর্তুগিজ নাবিকদের সাদর অভ্যর্থনা জানায় গ্রামবাসী। তাদের কিছু উপহার দেওয়া হয়। বিনিময়ে তারা নৌকায় করে সুপেয় পানি পৌঁছে দেয় জাহাজগুলোতে। তবে এ জায়গাটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয় নি রোতেইরোতে। বর্তমান মোজাম্বিকের দক্ষিণ উপকূলের কোথাও এর অবস্থান। পর্তুগিজরা ওই জায়গাটির নাম দেন 'তেরা দা বোয়া জেন্তে'। অর্থাৎ, 'ভালো মানুষের দেশ'। রোতেইরোতে লেখা—'ওদের মোড়ল আমাদের বলেন, প্রয়োজনীয় যে কোনো সাহায্য তাঁর এলাকা থেকে পেতে পারি আমরা।'

কয়েক সপ্তাহ পর কুয়েলিমেন রিভারের মুখে পৌঁছে নৌবহর। এর তীরেই আজকের মোজাম্বিক অবস্থিত। ততদিনে ডাঙার প্রয়োজন আবার জরুরি হয়ে উঠেছে। স্কার্ভি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে নাবিকদের মধ্যে। কিছু নাবিক মারা গেছেন। অন্যেরাও মরো মরো। রোতেইরোতে লেখা—'ওদের হাত–পা ফুলে গেছে। মাড়ি ফুলে এমন অবস্থা—খাওয়াদাওয়া বন্ধ।' ডাঙায় নিয়ে তাঁদের জন্য শিগগির টাটকা খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া লম্বা বিশ্রামেরও

www.banglainternet.com

প্রয়োজন। কুয়েলিমেনে জাহাজগুলো ভেড়ানোর নির্দেশ দিলেন গামা। সেখানে এক মাসেরও বেশি সময় থাকেন তাঁরা।

গামা তখনো বুঝতে পারেন নি, এটি অজানা কোনো জায়গা নয়, এর আগেও পর্তুগিজ নাবিকরা এদিকে এসেছিলেন। তিনি তখন আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দ্বারপ্রান্তে। ওই অঞ্চলে তখন আরবের ব্যাপক প্রভাব ছিল। সোফালা ছিল এক জমজমাট বাণিজ্যকেন্দ্র। রোতেইরোর বর্ণনা অনুযায়ী, কুয়েলিমেনে জাহাজগুলো ভেড়ার পর শিগগিরই স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি পর্তুগিজদের সঙ্গে দেখা করেন। বেশভূষা এবং আচরণে ভদ্রলোক মনে হয়েছে তাঁদের। মুসলমান আলেমদের মতো পোশাক পরেন তাঁরা, মাথায় ছিল পাগড়ি। বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল একজনের। এমনকি তিনি ইউরোপীয় জাহাজে করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছেন। গামা এবার টের পান, পূর্ব আফ্রিকার মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করেছেন তিনি। লিসবন ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে এ আরব এলাকা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েছিলেন গামা। এদিকে ঘুরে যাওয়া একজন পর্তুগিজ তাঁকে এ ধারণা দেন। এ থেকে গামা আঁচ করতে পারেন, এরপর নৌবহর কোন পথে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে।

গামা যখন পূর্ব আফ্রিকায় পৌঁছান, তখন ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিম সভ্যতা বলতে ছোট ছোট সালতানাতের সমষ্টিকে বোঝাত। সে যুগে ওই অঞ্চলে বাণিজ্যের যেমন রমরমা পরিবেশ ছিল, তেমনি বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে একধরনের রেষারেষিও ছিল। আরব সাগর, লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরে অবাধ বিচরণ ছিল আরব বণিকদের। ধীরে ধীরে তাদের এ বাণিজ্যিক সফর পূর্ব আফ্রিকা ও ভারতের উপকূল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এসব এলাকায় বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে আরব বণিকরা স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করতেন। আফ্রিকা থেকে তাঁরা সোনা, হাতির দাঁত এবং ক্রীতদাস সংগ্রহ করতেন। ভারত থেকে নিয়ে যেতেন মূল্যবান রত্ন, মশলা ও রেশম।

পূর্ব আফ্রিকা এবং ভারতের উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোর লোকজন আরবি ভাষা রপ্ত করে আরব বণিকদের কাছ থেকে। তাদের নিজ ভাষার সঙ্গেও আরবি শব্দ মিশে যায়। এ ছাড়া আরব বণিকদের মাধ্যমে এসব এলাকায় ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটে। গামার সময় পূর্ব আফ্রিকার বড় বন্দরগুলো আরব বা আফ্রিকান মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ সময় এই সুলতানদের সঙ্গে ভারতের রাজা–

www.banglainternet.com

বাদশাহ এবং অনেক সাধারণ মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ইউরোপীয়দের চেনা গণ্ডিতে প্রবেশ করলেও সতর্ক ছিলেন গামা। ওই অঞ্চলের সুলতানরা ভারত মহাসাগরে ইউরোপীয় বণিকদের আনাগোনা তেমন

www.banglainternet.com

পছন্দ করতেন না। গামা সিদ্ধান্ত নেন, উপকূল ধরে এগিয়ে বিভিন্ন বন্দরে পণ্য বিকিকিনি করবেন। যে পর্যন্ত স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ নাবিক না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উপকূল ছেড়ে দূরে যাবেন না। ভারত মহাসাগরের উত্তরের শাখা

www.banglainternet.com

হচ্ছে আরব সাগর। অভিজ্ঞ নাবিক না থাকলে এ সাগর পাড়ি দেওয়া মুশকিল। মৌসুমি বায়ু বইতে শুরু করলে হাওয়ার গতি বদলে যায় এ সাগরে। মাঝে মধ্যে আবার পাগলা নাচন শুরু হয় এ হাওয়ায়। গোটা আরব সাগর জুড়ে রয়েছে একগাদা প্রাকৃতিক ফাঁদ। ছোট ছোট কত দ্বীপ যে ছড়িয়ে আছে, এর হিসেব নেই। আরো আছে প্রবাল প্রাচীর, ডুবোচর। জাহাজের জন্য যথেষ্ট বিপজ্জনক এসব ফাঁদ। কাজেই আফ্রিকার উপকূল থেকে ভারতে পৌঁছার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে একজন অভিজ্ঞ নাবিককে জাহাজে রাখা। পথে কোথায় কী আছে, তা জানা থাকলে এগিয়ে যেতে আর সমস্যা কী?

কিন্তু নৌপথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্থানীয় একজন নাবিক পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে হাঁপ ধরার জোগাড়। সাগরে পথ না জেনে এলোপাতাড়ি চলা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ—শিগগিরই এর প্রমাণ পাওয়া গেল। মোজাম্বিক বন্দরে নোঙর করার সময় ঘোর বিপদ দেখা দেয়। বন্দরের প্রবেশমুখে একটি বালির চড়ায় গুঁতো খেয়ে ভেঙে যায় বেরিও'র হাল। তবে ওই বন্দরে ভিড়ে বেশ লাভবান হন গামা।

রোতেইরোতে মোজাম্বিকের লোকজন সম্পর্কে লেখা হয় :

মুরদের আরবি ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার অনেকখানি মিল রয়েছে। তৌকা নামে এক ধরনের পোশাক তাদের পরনে। পোশাকের প্রান্তে সোনার কারুকাজ করা রেশমি কাপড়। তারা প্রায় সবাই বণিক। আমরা যখন যাই, সেসময় চারটি জাহাজ ভেড়ানো ছিল বন্দরে। সব শ্বেতাঙ্গ মুরদের জাহাজ। তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন হয় স্থানীয় বণিকদের। মুরদের এসব জাহাজে সোনা, রুপা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা, রুপার আংটি এবং মুক্তা ও চুনির মতো মূল্যবান পাথর ছিল। আমরা জানতে পারি, সামনে যে অঞ্চলের দিকে যাচ্ছি, সেখানে এসব মূল্যবান রত্ন আর মশলার কমতি নেই। ওই অঞ্চলে এসব জিনিস কেনার দরকার হয় না, রাস্তাঘাটে পড়ে আছে। শুধু ঝুড়ি ভরে জাহাজে তুললেই হল।

আরবি জানা নাবিকদের মাধ্যমে স্থানীয় সুলতানের কাছে গামা প্রস্তাব পাঠালেন, পথ দেখানোর জন্য অভিজ্ঞ দুজন নাবিক দরকার তাঁর। বিনিময়ে প্রচুর সোনা এবং দুটি রেশমি পোশাক দেওয়া হবে। প্রস্তাবে রাজি হলেন সুলতান। উপহারসামগ্রী দেওয়ার পর স্থানীয় একজন নাবিক দিলেন সুলতান। কিন্তু দ্বিতীয় নাবিক আনতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয় পর্তুগিজদের।

www.banglainternet.com

সুলতানের শঠতায় রেগে যান গামা। কামান দেগে দ্বিতীয় নাবিককে ছিনিয়ে নেন তিনি। সুলতান তখন পর্তুগিজদের খাওয়ার পানি দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে আরো খেপে যান গামা। সেখানে আরো কয়েক দফা কামান দেগে আতঙ্ক ছড়ানো হয়। বন্দি করা হয় কয়েকজনকে। পরে দুটি নাবিকসহ বন্দিদের নিয়ে রওনা হন তাঁরা।

কিন্তু এই নাবিকদের নিয়ে বেকায়দায় পড়েন গামা। তাঁকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিল না তারা। পরে দুজনকেই বেদম পিটুনি দেওয়া হয়। তবে এতে কোনো লাভ হয় নি। মোমবাসা, অর্থাৎ আজকের কেনিয়ায় জাহাজগুলো ভেড়ার পর দুই নাবিক পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় প্রচণ্ড রেগে যান গামা। মোজাম্বিক থেকে আনা বন্দিদের ওপর নির্যাতন চালান তিনি। পেটের কথা বের করতে দুই বন্দির গায়ের ওপর গরম তেল ঢেলে দেওয়া হয়। অবশেষে তারা জানায়, পরের বন্দরে ঢোকামাত্র আরবদের সহযোগিতায় দখল করা হবে গামার জাহাজগুলো। মোজাম্বিকে পর্তুগিজদের হামলার বদলা নিতে এ ফন্দি করেছে তারা। এ কথায় আরো খেপে যান গামা। তাঁর নির্দেশে বন্দিদের হাত-পা বেঁধে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়। পর্তুগিজরা এবার স্থানীয় দুটি নৌকা দখল করেন। নৌকার লোকজনকে বন্দি করে জাহাজে তোলা হয়। গামা তাঁর জাহাজের পথ দেখানো চালক হওয়ার নির্দেশ দেন তাদের।

বন্দিরা গামাকে আশ্বাস দেন, খুব কাছেই রয়েছে মালিন্দি। সেখানে জাহাজগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো অনেক নাবিক পাওয়া যাবে। তাদের কথামতো মালিন্দির দিকে এগোলেন গামা। সেখানে পৌঁছার পর সংশয়ের অবসান ঘটল তাঁর। গামা এবং তাঁর নাবিকরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন। মোমবাসার সুলতানের সঙ্গে মালিন্দির সুলতানের রেষারেষি ছিল। এ কারণে বন্ধু হতে গামা যত আগ্রহী ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন মালিন্দির সুলতান। পর্তুগিজরা পাশে থাকলে আশপাশের শত্রুদের দমিয়ে রাখতে সুবিধা হবে। তবে সুলতানের এ খাতিরে বিগলিত হন নি গামা। তীরে নেমে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন নি। গামার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে একটুখানি সন্দেহ থেকেই গিয়েছিল—পাছে সুলতান বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন! মালিন্দির সুলতান জাহাজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় উপহার বিনিময় করেন তাঁরা। সব বন্দিকে ছেড়ে দেন গামা। তাঁকে একজন

www.banglainternet.com

অভিজ্ঞ নাবিক দেন সুলতান। নৌবহর নিয়ে এবার ভারতের দিকে রওনা হন গামা। তাঁকে সহযোগিতার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য ছিল না এই নাবিকের।

www.banglainternet.com

পথ প্রদর্শক এই নাবিকের পরিচয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইতিহাসবিদরা একেক জন একেক কথা বলেন। রোতেইরোর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি ভারত থেকে আসা এক খ্রিস্টান। তবে রোতেইরোতে এ কথাও লেখা ছিল, গামার

www.banglainternet.com

নাবিকরা লোকজনের ধর্ম শনাক্ত করতে তেমন দক্ষতার পরিচয় দেন নি। তবে বন্ধু বাছাইয়ে সব সময় তাঁরা অমুসলিমদের প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের সখ্য তাঁদের বেশি কাম্য ছিল।

অন্য সূত্রগুলোর দাবি, ভারত যাওয়ার পথে গামার নাবিকদের যে বিদেশী চালক ছিলেন, তিনি হয় একজন আরব, নয়তো ভারতীয় মুসলমান। ধারণা করা হয়, ইবনে মজিদ ছিলেন এই নাবিক। নিজেকে তিনি 'সাগরের সিংহ' বলে পরিচয় দিতেন। গণিতেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ইবনে মজিদ নৌ-চলাচলের ওপর আরবিতে নির্দেশনামূলক বই লেখেন। তাও আবার কয়েক খণ্ড। তাঁর সময়ে ভারত মহাসাগরে নৌ-চলাচলে তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। গামা যখন ভারত মহাসাগরে অভিযান চালান, ইবনে মজিদ তখন পূর্ব আফ্রিকায় বাস করছিলেন।

তবে যে যাই বলুন না কেন, গামার সেই পথ দেখানো চালক এখনো ধারণার মধ্যেই রয়ে গেছেন। তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় নি। এ কথা ঠিক যে, গামার সেই নাবিক তাঁর কাজে খুবই সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পর্তুগিজদের পৌঁছে দেন নির্দিষ্ট গন্তব্যে। ১৪৯৮ সালের ২৪ এপ্রিল গামার তিনটি জাহাজ মালিন্দির বন্দর ছেড়ে রওনা হয়। ২০ মে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গিয়ে ভেড়ে জাহাজগুলো। কালিকট নগরীতে পর্তুগিজদের পা রাখার মাধ্যমে ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন শুরু হয়।

বিশ্বের ইতিহাসে গামার ভারত সফর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর আগে ভারত এবং পুবে যাওয়ার নৌপথ খুঁজছিলেন ইউরোপীয় বণিকরা। বহু বছর ধরে চলছিল এ চেষ্টা। বিশেষ করে পর্তুগিজ বণিকরা আদাজল

www.banglainternet.com

খেয়ে লেগেছিলেন। অবশেষে গামার মাধ্যমে তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়। তাঁর ভারত আবিষ্কারের পথ ইউরোপীয় বণিকদের জন্য আয়-উন্নতির বিশাল এক দরজা খুলে দেয়। পর্তুগাল ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার তুঙ্গে উঠে যায়। গামার

www.banglainternet.com

জাহাজগুলো যখন কালিকট বন্দরে ভেড়ে, তখন একদিকে যেমন বহু বছরের অনুসন্ধান নিয়ে একটি যুগের সমাপ্তি ঘটে, তেমনি আরেক দিকে ইউরোপীয়দের নতুন অভিযান শুরু হয়।

www.banglainternet.com

কালিকট বন্দরে পৌঁছে জাহাজ থেকে একজনকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয় তাকে। এ কাজে গামা এমন একজনকে বাছাই করেন, যে মরলেও কিছু যায় আসে না। সৌভাগ্যক্রমে প্রথমেই উত্তর আফ্রিকার দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হয় তার। মুসলমান তাঁরা। তাঁদের একজন জাহাজে গিয়ে গামার সঙ্গে দেখা করেন। ভাঙা ভাঙা পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলেন তিনি।

রোতেইরোর লেখক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাঁর সঙ্গে কথা বলে ভীষণ অবাক হই আমরা। পর্তুগাল থেকে এত দূরে এসে কারো মুখে আমাদের ভাষা শুনতে পাব—কল্পনাই করি নি।'

উত্তর আফ্রিকার সেই লোকটি উৎফুল্ল কণ্ঠে তাঁদের যা বলেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, 'আপনাদের ভাগ্য খুব ভালো। দারুণ জায়গায় এসেছেন। প্রচুর চুনি-পান্না আছে এখানে। সৃষ্টিকর্তা আপনাদের ধনসম্পদে ভরা এক দেশে পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

ভারতে পৌঁছে অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃভাষার সন্ধান পেলেও সেখানে অনেক বিষয়ে কিছুই জানতেন না পর্তুগিজরা। শুরুতে আচমকা অদ্ভুত সব পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদের। কিছু বিষয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে অন্ধের মতো। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের রীতিনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না পর্তুগিজদের। হিন্দুদের সম্পর্কে পর্তুগিজদের প্রাথমিক ধারণা ছিল, তারা খ্রিস্টানদের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়।

এসব ব্যাপারে ভুল করলেও বাণিজ্যের স্থান নির্বাচনে কোনো ভুল হয় নি পর্তুগিজদের। ধনসম্পদ, প্রাচুর্যে ভরা একটি জায়গার সন্ধান পাওয়া ছিল ইউরোপীয় বণিকদের একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। ভারত ছিল তাই। রোতেইরোতে

www.banglainternet.com

এ ব্যাপারে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারতের সোনাদানা আর অলঙ্কারের কথা। এমনকি হিন্দু শাসকদের পিকদানির কথাও লেখা হয়।

www.banglainternet.com

গামা দেখতে পেলেন আরব বণিকরা অনেক দামি রত্ন তাদের জাহাজে তুলছেন। একইসঙ্গে রেশম এবং বিভিন্ন মশলাও বস্তায় বস্তায় জাহাজে তোলা

www.banglainternet.com

হচ্ছে। কিন্তু পর্তুগিজদের তখন এ বাণিজ্যে অংশ নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। তাঁদের কাছে তখন পুঁজি বলতে ছিল শুধু সস্তা কাপড়, ঘণ্টা এবং আয়নার মতো ঠুনকো জিনিস। পশ্চিম আফ্রিকায় লোকজনের কাছে এসব জিনিসের চাহিদা থাকলেও ভারতীয়দের কাছে কোনো কদর ছিল না। স্থানীয় হিন্দু শাসককে খুশি করতে সঙ্গে আনা কিছু জিনিস উপহার দেন গামা। কিন্তু এতে খুশি হন নি শাসক। বরং সস্তা জিনিস দেখে খেপে যান তিনি। তবে রক্ষে, ওই হিন্দু জমিদার পর্তুগিজদের ওপর রাগ ঝাড়তে যান নি। গামা অবশ্য একেবারে বিমুখ হন নি। কষ্টেসৃষ্টে সামান্য কিছু মণিমুক্তা জোগাড় করেন তিনি। আরো জোগাড় করেন আদা, দারচিনি, গোলমরিচ, জায়ফল ইত্যাদি মশলা জাতীয় পণ্য।

এদিকে ভারতবর্ষে গামার আগমনকে মোটেও ভালোভাবে নেন নি আরব বণিকরা। সে যুগে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য একচেটিয়া তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাঁরা চান নি অন্য কেউ এসে তাদের মুনাফায় ভাগ বসাক। এ কারণে আরব বণিকদের সঙ্গে গামার বিরোধ দেখা দেয়। এতে জটিল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। আরব বণিকরা গামার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে দিন দিন কান ভারী করে তোলে জমিদারের। একসময় উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা এক শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে গামা জানতে পারেন, তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। যে কোনো সময় প্রাণ যেতে পারে তাঁর। গামা টের পান, কালিকটে কোনো সুবিধা করতে পারবেন না তিনি। এ কারণে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পর্তুগিজরা চলে যাচ্ছে শুনে জমিদার তাঁর পাইক–পেয়াদা পাঠিয়ে তাঁদের সব জিনিস নিয়ে আসেন। সোজা বাজেয়াপ্ত। গামার কয়েকজন লোককে জিম্মি হিসেবে আটক করা হয়। পরে অবশ্য বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে গামা কয়েকজন ভারতবাসীকে ফাঁকতালে আটকে ফেলেন জাহাজে। বন্দিদের পর্তুগালে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি করেন তিনি।

পরে স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে আপসরফা হলে ভারতীয় বন্দিদের ছেড়ে দেন গামা। সন্ধি অনুযায়ী গামাকে একটি পাথরের খুঁটি স্থাপন করতে দেন জমিদার। এতে পর্তুগালের রাজপরিবারের চিহ্ন ছিল। এ

www.banglainternet.com

ছাড়া জমিদার গামার গুণ গেয়ে পর্তুগালের ম্যানিলের কাছে একটি চিঠি লেখেন।

তালপাতার ওপর লোহার কলম দিয়ে লেখা চিঠির ভাষা ছিল এ রকম :

'ভাস্কো দা গামা নামে আপনার দেশের একজন ভদ্রলোক আমার দেশে এসেছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহারে আমি খুশি হয়েছি। আমার দেশটি দারচিনি, লবঙ্গ, আদা, গোলমরিচ এবং মূল্যবান রত্নে ভরপুর। এসব জিনিস নিতে পারেন আপনি। বিনিময়ে দিতে হবে সোনা, রুপা, প্রবাল এবং দামি কাপড়।'

২৯ আগস্ট দেশের দিকে রওনা হন গামা। কিন্তু অনুকূল বাতাস তখনো বইতে শুরু করে নি। এ কারণে আরব সাগর পাড়ি দিতে গামার নৌবহরের প্রায় তিন মাস লেগে যায়। জাহাজগুলো পৌঁছাতে পৌঁছাতে গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেয়। একসঙ্গে অনেক নাবিক স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হন। তিনটি জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ দুরূহ হয়ে ওঠে। গামা বাধ্য হয়ে সাও রাফায়েল জাহাজটি পুড়িয়ে ফেলতে বলেন। জাহাজটির নাবিকদের অন্য জাহাজ দুটিতে তোলা হয়। আবার শুরু হয় দেশের পথে কষ্টকর যাত্রা। ১৪৯৯ সালের ২০ মার্চ অন্তরীপ পার হতে সক্ষম হন পর্তুগিজরা।

১০ জুলাই লিসবনের বন্দরে পৌঁছে বেরিও। তবে পর্তুগালের পশ্চিমে অ্যাজোরেসে নিজের জাহাজ থামাতে বাধ্য হন গামা। সেখানে তাঁর ভাই পলো মারা যান। সেপ্টেম্বর নাগাদ সাও গ্যাবরিয়েলে করে লিসবন পৌঁছান তিনি। দেশের মানুষ জাঁকালো অভ্যর্থনা জানায় তাঁকে। ইউরোপের অন্য দেশগুলোর কাছে তাঁর এই ভারত যাওয়ার পথ আবিষ্কার ছিল ঈর্ষার বিষয়। রাজা ম্যানিল প্রকাশ্যে গর্ব করার লোভ সামলাতে পারেন নি। গামার ফেরার পরপরই স্পেনের রাজা-রানীর কাছে দেওয়া এক চিঠিতে লেখেন :

www.banglainternet.com

'দেখলেন তো, সবার আগে ভারত পৌঁছে কেমন টেক্কা দিলাম আপনাদের।'

রাজা ম্যানিল তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে জাঁকালো গির্জা গড়ার নির্দেশ দেন। লিসবনে শুরু হয় সাও জেরোনিমো গির্জার নির্মাণ কাজ। তবে গামার ভারত সফর পর্তুগালের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক সাফল্য ছিল না। তিনি তাঁর এ সফরে যে ক'জন শাসকের সঙ্গে দেখা করেন, কারো সঙ্গে ভাব জমাতে পারেননি। কারো সঙ্গে এমন কোনো আলোচনা বা চুক্তি করতে পারেন নি, যা পর্তুগালের উপকারে আসতে পারে। এমনকি জাহাজে করে দাঁও মারার মতো কোনো পণ্যও আনতে পারেন নি। তবে তাঁর ভারত যাওয়ার পথ আবিষ্কার ইউরোপীয়দের জন্য সার্বিকভাবে বিশাল এক বাণিজ্যের দুয়ার খুলে দেয়। পর্তুগালেরও প্রাপ্তি নেহাত কম নয়। পরবর্তী সময়ে পুবে বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা।

এদিকে ভারত ঘুরে আসার পর ভাস্কো দা গামার কপাল খুলে যায়। সাগর চষে বেড়ানো পর্তুগালের অন্য অভিযাত্রীদের তুলনায় যথেষ্ট পুরস্কার পান তিনি। তাঁকে সম্মানজনক খেতাব দেওয়া হয়, বড় অঙ্কের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, এ ছাড়া একটি এলাকাও দেওয়া হয়।

ভারত যাওয়ার পথ তো পাওয়া গেল, এবার সেখানে লাভজনক কিছু করার কথা ভাবতে লাগল পর্তুগাল। রাজা ম্যানিল সিদ্ধান্ত নিলেন, ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে তুলবেন, স্থাপন করবেন বাণিজ্যিক ঘাঁটি। এক কথায় ভারতকে শক্ত মুঠোয় পোরার কথা ভাবলেন তিনি।

সময় নষ্ট না করে আবার একটি নৌবহর সাজালেন রাজা। প্রথমে লক্ষ্য ছিল ভারত যাওয়ার পথ আবিষ্কার, এবারের লক্ষ্য ভারত জয় করা। এ কারণে নৌবহরের আয়তনও হল বিশাল। ১৩টি জাহাজ ছিল ওই নৌবহরে। মোট ১,২০০ পর্তুগিজ ছিল জাহাজগুলোতে। নৌবহরের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পেদ্রো আলভারেস ক্যাব্রাল। তবে জাহাজে করে দূর দেশ ভ্রমণ

www.banglainternet.com

সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তবে তাঁর প্রতি গামার সমর্থন ছিল। গামা তাঁকে ভারত যাওয়ার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেন, যা তাঁর কাজে লেগেছিল। নৌবহরের একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন বার্তোলেমিও দিয়াজ। সাগর

www.banglainternet.com

অভিযানে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁকে নেওয়া হয়। তবে দিয়াজের জাহাজ ভারত পৌঁছাতে পারে নি। ঝড়ের কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলে। শুধু

www.banglainternet.com

দিয়াজের জাহাজই নয়, প্রচণ্ড ঝড়ে নৌবহরের আরো কয়েকটি জাহাজ পথ হারায়।

১৫০০ সালের ৯ মার্চ লিসবন ছেড়ে রওনা হয় ক্যাব্রালের নৌবহর। গামার পরামর্শ অনুযায়ী আফ্রিকার উপকূল ছেড়ে

www.banglainternet.com

দূর দিয়ে এগোলেন তিনি। ধনুকাকারে বড় বাঁক নিল তাঁর নৌবহর। এভাবে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে এগোলেন তাঁরা। এক পর্যায়ে জাহাজগুলো অনেক পশ্চিমে চলে গেল। এপ্রিলের শেষ নাগাদ ডাঙার দেখা পেলেন পর্তুগিজরা। তা ছিল আজকের ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর উত্তরাঞ্চল। এভাবে দক্ষিণ আমেরিকার সন্ধান পান পর্তুগিজরা। ক্যাব্রাল বেরিয়েছিলেন বাণিজ্য অভিযানে, কোনো নতুন দেশ আবিষ্কারে নয়। এ কারণে সেখানে সময় নষ্ট করেন নি। তবে তীরে একটি কাঠের ক্রুশ পুঁতেছিলেন। জাহাজ থেকে দুজনকে নামিয়ে দেন ব্রাজিলে। তারা ঘুরেফিরে তথ্য জোগাড় করবে এ নতুন জায়গা সম্পর্কে। রাজাকে নতুন জায়গা আবিষ্কারের খবর জানাতে দেশে একটি জাহাজও পাঠান ক্যাব্রাল। হঠাৎ করে দক্ষিণ আমেরিকার সন্ধান লাভ ক্যাব্রালকে ব্রাজিলের ইউরোপীয় আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। তবে তিনি যে দুজনকে ব্রাজিলে ফেলে যান, তাদের পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

এদিকে নতুন জায়গা আবিষ্কারের ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ভারত যাওয়ায় পথে এক সময় সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে নৌবহর। জাহাজগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটি জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মাদাগাস্কারে গিয়ে ভেড়ে। জাহাজটির ক্যাপ্টেন ছিলেন মারকুয়েস। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে মাদাগাস্কারে পা রাখেন। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকার দক্ষিণপূর্ব উপকূলের কাছে এ দ্বীপটিকে নিজের বলে দাবি করে পর্তুগাল।

ভারত পৌঁছে শুরুতে সফল হতে পারেন নি ক্যাব্রাল। কালিকটের শাসনকর্তা কোনো সহযোগিতা করেন নি তাঁকে। বরং এক পর্যায়ে কালিকটের লোকজন সদলবলে হামলা চালায় পর্তুগিজদের ওপর। এতে প্রায় ৫০ জন পর্তুগিজ মারা যান। প্রতিশোধ নিতে জাহাজ থেকে কালিকটের ওপর কামানের গোলা ছোড়েন ক্যাব্রাল। এতে পর্তুগিজদের ওপর ভীষণ খেপে যায় স্থানীয় লোকজন। আরব বণিকরাও খুব রুষ্ট হন তাঁদের প্রতি। তবে শেষ পর্যন্ত

www.banglainternet.com

পর্তুগিজরা ভারতে শেকড় গাড়তে সক্ষম হন। কালিকট এবং মালাবার উপকূলের দক্ষিণে কোচিনে বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করেন তাঁরা।

১৫০১ সালের গরমকালে পর্তুগালে ফেরেন ক্যাব্রাল। ততদিনে নৌবহরের অর্ধেকের বেশি জাহাজ হারিয়েছেন তিনি। মারা গেছে বহু লোক। তবে তিনি যে ক'টি জাহাজ নিয়ে ফেরেন, মালামালে ঠাসা ছিল সব। গোলমরিচ, আদা, দারচিনি, কর্পূর, লবঙ্গ, আফিম, নীল—এসব দামি পণ্য নিয়ে দেশে ফেরেন ক্যাব্রাল। ভারত থেকে ফেরা লোকজনের মুখে মালাবার উপকূলের সুবিধাজনক বাজারের গল্প শুনে আরো অনেক পর্তুগিজ উৎসাহী হন। বিশেষ করে চুনি, পান্না ও মুক্তার মতো দামি রত্ন ভারতের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট করে তাদের।

১৫০২ সালে আবার ভারত অভিযানের জন্য তৈরি হন পর্তুগিজরা। রাজা ম্যানিল এবার গামাকেই বেছে নেন নৌবহরের হাল ধরতে। 'অ্যাডমিরাল' গামা ১৫টি জাহাজ ভর্তি কামান আর গোলাবারুদ নিয়ে রওনা হন ভারত মহাসাগরের দিকে। এবার তাঁর লক্ষ্য পূর্ব আফ্রিকা এবং মালাবারের বন্দরগুলোতে পর্তুগিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি কিলওয়ার সুলতানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কালিকটে পর্তুগিজদের ওপর হামলার বদলা নিতে মুসলমানদের প্রতি চরম আঘাত হানেন তিনি। হাজিদের নিয়ে মক্কা থেকে ভারত ফিরছিল একটি জাহাজ। নারী ও শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী ৩৮০ জন যাত্রী ছিলেন জাহাজে। গামা ওই জাহাজে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারেন। তবে জাহাজ থেকে দামি পণ্য এবং সোনার মোহর হাতিয়ে নিতে ভুল করেন নি তিনি।

কালিকট পৌঁছে গামা দাবি করেন, স্থানীয় সব মুসলমানকে তাড়িয়ে দিতে হবে। কালিকটের শাসক

www.banglainternet.com

দ্বিধায় পড়ে যান। কী করবেন—ঠাওরাতে পারছিলেন না। কিন্তু গামা তাঁকে সময় দিলেন না। একদল জেলে মাছ ধরছিল বন্দরের আশপাশে, তাদের পাকড়াও করলেন তিনি। জেলেদের প্রথমে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। কাটা হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তারপর মৃত জেলেদের কাটা মাথাগুলো নৌকায় করে পাঠিয়ে দেওয়া হল তীরে। এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল—পর্তুগিজদের দাবি না মানার ফল কী। গামার বর্বরতা এখানেই থেমে থাকে নি। কালিকটের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার দিকে কামান দাগান তিনি। এভাবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শাসক এবং বণিকদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন গামা। ভারতের বাণিজ্য চলে যায় তাঁদের হাতের মুঠোয়। এ সময় কোচিনের শাসক ও পর্তুগিজদের মধ্যে এমন এক বাণিজ্য চুক্তি হয়, যেখানে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে তারা। ১৫০৩ সালে জাহাজ ভর্তি পণ্য নিয়ে দেশে ফেরেন গামা। এরপর থেকে পর্তুগালের জাহাজগুলো ভারতে যতবার বাণিজ্যিক সফরে গেছে, প্রতিবারই মুনাফা থেকে ভাগ পেয়েছেন গামা। এভাবে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন তিনি।

পর্তুগিজরা ততদিনে সাগরের রাজা বনে গেছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করে তারা। ১৫০১ থেকে ১৫০২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পর্তুগিজ বণিক জোয়াও দা নোভা ভারতে নতুন বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করতে যান। এ সময় তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে দুটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। একটি অ্যাসেনশন, অন্যটি সেন্ট হেলেনা। দ্বীপ দুটি পরে ব্রিটিশদের কবজায় চলে যায়। রোমান সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নির্বাসনের স্থান হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পায় সেই হেলেনা দ্বীপ। নেপোলিয়ন মারাও যান এ দ্বীপে। ১৫০৬ সালে ক্রিস্তান দা কুনহা আটলান্টিকের দক্ষিণে ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন, যা আজ তাঁর নামেই পরিচিত। তিনি মাদাগাস্কারের একটি অংশও আবিষ্কার করেন।

www.banglainternet.com

তবে এসব দ্বীপ আবিষ্কার করে ধনসম্পদের দিক দিয়ে তেমন লাভবান হতে পারে নি পর্তুগাল। এ লাভ–লোকসান নিয়ে পর্তুগিজদের মাথাব্যথাও ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি বরাবরই স্থির থেকেছে ভারতের দিকে। ১৫০৫ সালে রাজা ম্যানিল ফ্রান্সিসকো দি আলমিদাকে ভারতে পর্তুগালের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান। নৌবহর নিয়ে ভারত মহাসাগর পাড়ি দেওয়ায় পথে তিনি কিলওয়ায় পর্তুগিজ কর্তৃত্ব আরো জোরালো করেন। এ ছাড়া কোচিনে পর্তুগিজ ঘাঁটিকে আরো শক্তিশালী করেন। আলমিদার অধীন জুনিয়র কর্মকর্তাদের একজন

www.banglainternet.com

ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান। পরবর্তী সময়ে তাঁর নেতৃত্বে একটি নৌবহর বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে। নৌপথে এটিই ছিল প্রথম বিশ্ব প্রদক্ষিণ।

আলমিদার উত্তরসূরি হিসেবে ভারতে যান আফনসো দি আলবুকুয়ের্ক। তিনি প্রথমেই মালাবারের গোয়া বন্দর দখল করেন। তারপর এক বর্বর অভিযানে নামেন। তিনি নির্বিচারে আরবদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। তাঁর হুকুমে শুরু হয় নৃশংস আরব নিধন। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড থেকে শিশুরাও রেহাই পায় নি। তিন দিনের এ হত্যাযজ্ঞে আট হাজারের বেশি আরবকে হত্যা করা হয়। শিগগিরই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পর্তুগিজদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় গোয়া। এরপর আলবুকুয়ের্ক অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কার বন্দরগুলো একে একে দখল করে নেন। এটি আজকের সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী ভারত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চল। দখলকৃত এলাকার মধ্যে পারস্য উপসাগরের হরমুজও রয়েছে।

আলমিদা এবং আলবুকুয়ের্ক যখন ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পর্তুগিজদের আধিপত্য বিস্তার করছিলেন, ঘরে বসে এর সুবিধা ভোগ করেন গামা। বাণিজ্যিক সফর শেষে পর্তুগালের জাহাজগুলো দেশে ফেরার পর নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ জমা হত তাঁর তহবিলে। শেষ বয়সে প্রাচুর্য আর সম্মানের মধ্যে বেশ আরাম-আয়েশে কাটান গামা। ১৫২১ সালে ম্যানিলের মৃত্যুর পর রাজা তৃতীয় জোয়াও পর্তুগালের

www.banglainternet.com

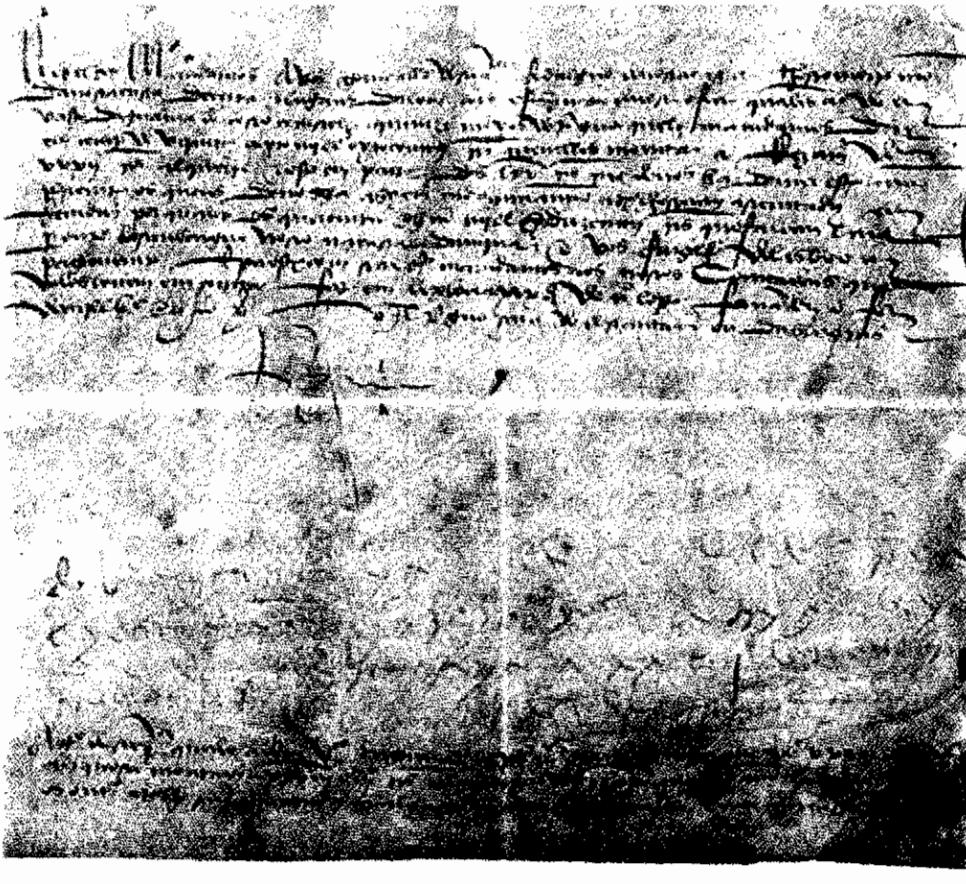

শাসনভার নেন। ভারতের পর্তুগিজ উপনিবেশে তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি। সেইসঙ্গে অযোগ্য লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল। এ পরিস্থিতিতে গামাকে পর্তুগিজ উপনিবেশের প্রধান কর্তা হিসেবে ভারতে পাঠানো হয়। ১৫২৪ সালে ভারতে যান গামা। তবে খুব বেশি দিন দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি তিনি। ১৫২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর গামা মারা যান। তাঁর মরদেহ পর্তুগালে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। লিসবনে সাও জেরোনিমো গির্জার প্রাঙ্গণে মার্বেল পাথরের সমাধিতে সমাহিত করা হয় তাঁকে।

www.banglainternet.com